ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫১৯
আগরতলা, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

## শিক্ষকদের সব সময় ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সমাজে দায়িত্ব পালন করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্য সরকার রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গুণগতমান শিক্ষা প্রদানের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এই কাজটি সফলভাবে রূপায়ণের জন্য রাজ্যের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবেই রাজ্যকে শিক্ষার দিক দিয়ে দেশের মধ্যে বিশেষ স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত ৫৮তম শিক্ষক দিবসের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষকদের স্থান সমাজের সবচেয়ে উঁচুতে রয়েছে। শিক্ষকদের সমাজে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। সেই মর্যাদা নিয়েই তারা দেশ বা রাজ্যের ভবিষ্যত নাগারিকদের সুশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেন। শিক্ষকদের সব সময় ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সমাজে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরী হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাচীনকালে দেখা গেছে গুরু তাঁর শিষ্যের জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করেছেন। কারণ গুরু কখনো স্বার্থান্বেষী হতে পারেন না। বর্তমানেও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিঃস্বার্থভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজে গুরুদায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, শিল্প সংস্কৃতির মতো শিক্ষাকেও রোজগারের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজ্য সরকার সেই লক্ষ্যে নতুন নতুন পদক্ষেপও নিয়েছে। রাজ্যে শিল্প বাণিজ্য প্রসারে সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম চালু করা হয়েছে, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গঠন করার লক্ষ্যে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে নিয়োগনীতিতে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে নতুন স্বচ্ছ নিয়োগনীতি চালু করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যে মেডিক্যাল হাব, আই টি হাব, পর্যটন হাব, কালচারেল হাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি সরকারী দপ্তরে কর্মসংস্কৃতি ফিরে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক মানুষের জীবন থেকে 'অসম্ভব' শব্দটিকে মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। কোনো মানুষ ইচ্ছা করলেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। এর প্রকৃত উদাহরণ হলেন আব্দুল কালাম আজাদ, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, ড. বি আর আম্বেদকরের মতো জ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তিগণ। রাজ্যকে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ আন্তরিকভাবে সরকারের পাশে থাকবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

****২য় পাতায়

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিশুদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কাজ করছেন। দুর্নীতিমুক্ত, নেশামুক্ত এবং শক্তিশালী দেশ বা রাজ্য গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন আদর্শ শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাক্ষেত্রে সফল করার পাশাপাশি প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজ করেন। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার গুণগত শিক্ষা প্রদানের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। সেই লক্ষ্যে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় এন সি ই আর টি পাঠ্যক্রমও চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা বলেন, বর্তমানে রাজ্য শিক্ষার দিক দিয়ে এগিয়ে চলছে। রাজ্যের সমস্ত প্রান্তই শিক্ষার আলোয় আলোকিত হচ্ছে। শিক্ষার এই আলোকবার্তাকে রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্য সচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু এবং শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মধ্যশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তনুশ্রী দেববর্মা এবং উচ্চশিক্ষা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান ড. অরুণোদয় সাহা।

রাজ্যভিত্তিক শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আজ অনুষ্ঠান মঞ্চে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ৩১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শিক্ষক সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২০১৯ সালের পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মান প্রদান করা হয় সুশান্ত কুমার চৌধুরীকে (মরণোত্তর), মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্য সম্মাননা প্রদান করা হয় স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজজীকে, মহারাণী তুলসীবতি সম্মান প্রদান করা হয় প্রাক্তন শিক্ষিকা বিভা দাসকে এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্মান প্রদান করা হয় ব্রজেশ চক্রবর্তীকে (মরণোত্তর)। এছাড়াও অনুষ্ঠান মঞ্চে রাজ্যের ৯টি বিদ্যালয় এবং ২টি মহাবিদ্যালয়কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। সম্মাননা প্রাপকদের হাতে স্মারক ও মানপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিগণ।

******